দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 19 DEC 2013 ...
পৃঃ ২ ... কলাম ... ২ ...

ছাত্রলীগের ৮ কর্মীর মৃত্যুদণ্ড

১৩ জনের যাবজ্জীবন, পলাতকও সমসংখ্যক

বিশ্বজিৎ হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত ও সাজাপ্রাপ্ত আটজন। গতকাল আদালত প্রাঙ্গণ থেকে ছবিগুলো তোলা -ইত্তেফাক

বিশ্বজিৎ হত্যা মামলা

ইত্তেফাক রিপোর্ট

পুরনো ঢাকার বহুল আলোচিত বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলায় ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। এছাড়া বেআইনি সমাবেশের আরেকটি ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এই ১৩ জনকে আরো ছয় মাস করে কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক এবিএম নিজামুল হক গতকাল বুধবার জনাকীর্ণ আদালতে আট আসামির উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে দুজন এবং যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে ১১ জন পলাতক রয়েছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ২১ আসামির প্রায় সবাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

ছাত্রলীগের ৮ কর্মীর মৃত্যুদণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগ কর্মী।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন রফিকুল ইসলাম ওরফে চাপাতি শাকিল, মাহফুজুর রহমান নাহিদ, ইমদাদুল হক এমদাদ, জিএম রাশেদুজ্জামান শাওন, সাইফুল ইসলাম, কাইয়ুম মিয়া টিপু, রাজন তালুকদার (পলাতক) ও মীর মো. নূরে আলম লিমন (পলাতক)।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে এএইচএম কিবরিয়া ও গোলাম মোস্তফা গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক ১১ আসামি হলেন খন্দকার ইউনুছ আলী, তারিক বিন জোহর ওরফে তমাল, আলাউদ্দিন, ওবায়দুল কাদের তাহসিন, ইমরান হোসেন, আজিজুর রহমান, আল আমিন, রফিকুল ইসলাম, মনিরুল হক পাভেল, কামরুল হাসান ও মোশাররফ হোসেন। পলাতক আসামিদের গ্রেফতারের দিন থেকে তাদের সাজা কার্যকর হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত বছরের ৯ ডিসেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের অবরোধ চলাকালে দিন-দুপুরে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে ছাত্রলীগের একটি মিছিল থেকে পুলিশ, সাংবাদিক ও শত শত মানুষের সামনে কুপিয়ে ও পিটিয়ে দর্জি দোকানি বিশ্বজিৎকে হত্যা করা হয়। ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলে তা সারা বিশ্বে আলোড়ন তোলে। সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করতে গণমাধ্যম তখন প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। এ নিয়ে ব্যাপক জনমত তৈরি হলে ঘটনার কিছুকাল পরে কয়েকজন আসামিকে আটক করে প্রশাসন। এর ধারাবাহিকতায় এক বছর ৯ দিনের মাথায় চাঞ্চল্যকর এ মামলার বিচারের রায় ঘোষণা করল আদালত।

গতকাল বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে এজলাসে আসেন বিচারক এবিএম নিজামুল হক। এ সময় আদালত কক্ষে ছিলো পিনপতন নীরবতা। বিচারপ্রার্থী, আসামিদের স্বজন, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। এজলাসে এসেই রায় ঘোষণা করেন বিচারক। ঘোষিত ১০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত রায়ে বিচারক বলেন, 'সামগ্রিকভাবে অপরাধের মাত্রা ও গভীরতা বিবেচনা করে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করলে ন্যায়বিচার সমুন্নত হবে বলে এই ট্রাইব্যুনাল মনে করে।' এরপরই দণ্ড ঘোষণা করেন বিচারক। এ সময় ফাঁসির আদেশ শুনে আসামি সাইফুল কান্নায় ভেঙে পড়েন। অন্য আসামিদেরও বিমর্ষ দেখা যায়।

রায় কার্যকর হলে ওর আত্মা শান্তি পাবে: বিশ্বজিতের পিতা

রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বিশ্বজিতের বাবা অনন্ত চন্দ্র দাস সাংবাদিকদের বলেন, পলাতক আসামিদের গ্রেফতার করে দ্রুত রায় কার্যকর করা হলে বিশ্বজিতের আত্মা শান্তি পাবে। মা কল্পনা রাণী দাস বলেন, 'আমার নির্দোষ ছেলেকে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের বিচারের কথা শুইন্যা ভালো লাগছে।' বিশ্বজিতের ভাই উত্তম কুমার দাস বলেন, 'আমি এ রায়ে সন্তুষ্ট। দণ্ডপ্রাপ্ত যেসব আসামি পলাতক রয়েছে তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।' তিনি বলেন, 'আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমাদের নিরাপত্তা দেয়া হোক।'

রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ পিপি অ্যাডভোকেট এসএম রফিকুল ইসলাম বলেন, রায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। বিশ্বজিতের আত্মা এতে শান্তি পাবে। আসামিদের অন্যতম আইনজীবী মিজান মোল্লা বলেন, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন। অপর আইনজীবী সেলিম সরকার বলেন, 'রায়ে আমার মক্কেল ন্যায়বিচার পাননি।'

'আমার কিছুই হইবো না'

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রফিকুল ইসলাম ওরফে শাকিল বলেন, 'জজ কোর্টের ওপরে হাইকোর্ট আছে। সেখানে কিছু করার চেষ্টা কইরেন। আর আমার লাইগা চিন্তা কইরেন না। আমার কিছুই হইব না।' রায়ের পর কারাগারে নিয়ে যেতে প্রিজনভ্যানে তোলার সময় বড় ভাই মাসুদ রানাকে উদ্দেশ্য এসব কথা বলেন তিনি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামি জিএম রাশেদুজ্জামান ওরফে শাওন সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনাদের কারণেই আমাদের এই বিপদ। রায়ে আপনারা খুশি তো? আপনারা খুশি হলেই আমরা খুশি।'

রিকশাচালক রিপনের সাক্ষ্যে সাজা

এ মামলার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হলেন রিকশাচালক রিপন সরকার। ঘটনার দিন তিনি ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তর পাশে পেট্রোল পাম্পের সামনে রিকশা নিয়ে অবস্থান করছিলেন। সকাল ৯টায় অবরোধবিরোধী মিছিল নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ কর্মীরা ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তর পাশে আসে। এ সময় একটি ককটেল বিস্ফোরিত হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্বজিৎকে ধাওয়া করে। পরে সে ইনটেনসিভ ডেন্টাল কেয়ারের দ্বিতীয় তলায় আশ্রয় নিলে আসামিরা সেখানে তাকে চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। রক্তাক্ত অবস্থায় রিপন সরকার তাকে মিডফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে বিশ্বজিৎ মারা যায়। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, রিপন নিরপেক্ষ সাক্ষী। তার সাক্ষ্য আদালতের কাছে বিশ্বাসযোগ্য।